Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

18 August 2023 / 1 Safar 1445H

ইবাদতের মধ্যে জীবনের ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া

الحَمدُ لِلَّهِ الذِي أَكرَمَنَا بِخَيرِ البَرِيَّة، وَجعَلَهُ ﷺ هَادِيًا وَنَاصِحًا لِأُمَّتِهِ جَامِعًا بِأَشرَفِ مَزِيَّة، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً نَرجُو بِهَا حُسنَ الخِتَام، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ مُبَلِّغُ الشَّرَائِعِ وَالأَحكَام، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّم عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَئِمَّةِ الهُدَى وَالأَعلاَم، المُلْحَقِينَ بِهِ فِي التَبْجِيلِ وَالإِكرَامِ. أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ.

ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সকল নির্দেশ পালন করে এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আল্লাহ যেন আমাদের সকল ভাল কাজ এবং ত্যাগসমূহ গ্রহণ করেন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন!

গত সপ্তাহের খুতবায়ে আমরা ইসলামে ইবাদতের ব্যাপক পরিধির ওপরে বিশদ আলোচনা করেছি। এই সপ্তাহে আমরা ইবাদতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করব আর তা হলো, মানব স্বভাব ও মানব চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইবাদতের মধ্যে আমাদের দৈনিন্দন জীবনের ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া।

সুরা আল ফুরকানের ২০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِۗ وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗا ٢٠

অর্থঃ আপনার পূর্বে যত রসুল(সঃ) প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য গ্রহণ করত। আমি তোমাদের কয়েকজনকে অপরের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। দেখি তোমরা সবর কর কি-না। আপনার পালনকর্তা সবকিছু দেখেন"।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

এইমাত্র যে আয়াতটি পাঠ করা হলো তার ওপর আলোকপাত করলে আমরা দেখব যে এর মধ্যে আমাদের জন্য দিক নির্দেশনা আছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি যারা বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সেইসব মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন এবং পরীক্ষাটি হলো এই ধার্মিক মানুষটি মহান সৃষ্টিকর্তার অন্যান্য বান্দার সংগে কিরূপ আচরন করে থাকেন। এর কারণ হলো যদিও বেশীর ভাগ মানুষের সংগে দয়া বা ন্যায়পরায়নতার সংগে আচরন করা ততটা কঠিন হয় না কিন্তু কিছু মানুষ আছে যাদেরকে মোকাবেলা করা খুব সহজ হয় না। এর নানাবিধ কারণ থাকতে পারে। হতে পারে তারা সবসময় মানুষের সংগে রূঢ়ভাবে কথা বলে এবং দুর্ব্যবহার করে থাকে, মানুষের সংগে কিভাবে সদাচরন করতে হবে, সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নাই।

আর তাই, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ও ধার্মিক মানুষ হিসাবে আমাদের নিজেদেরকে যে প্রশ্নটি করা দরকার, তা হলো যারা আমাদের সংগে ভাল আচরন করে না তাদের সংগে আমরা কেমন ব্যবহার করি। আমরা কি তাদের প্রতি যথেষ্ট ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেই? তাদের প্রতি আমাদের কি আচরন করা উচিত সে সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু সমাধান খোঁজার চেষ্টা কি আমরা কখনও করি? নাকি আমরা দুর্ব্যবহারের জবাবে নিজেরাও দুর্ব্যবহারটাই করি? এইখানেই একজন বিশ্বস্ত ও ধার্মিক মানুষের ধরর্মের প্রতি ভালবাসা এবং অন্তরের শুদ্ধতা দেখতে পাই।

এ ছাড়াও, ইবাদত বিষয়ক ক্রিয়া কর্মের মধ্যে ভারসাম্য আনার বিষয়েও এই আয়াত থেকে আমরা দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকি। এমনকি, আম্বিয়া বা আমাদের নবীগন যাঁরা আল্লাহ তা আলার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তাঁদেরকেও এইরূপ মানুষজনের সংগে মোকাবেলা করতে হয়, তাদের সংগে মেলামেশা করতে হয় এবং একই সংগে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সংগে সম্পর্কটিকেও তাঁদের মজবুত রাখতে হয়। তাঁরা এই সুসম্পর্কটি নানা রকম ইবাদত বন্দেগী পালন করার মধ্য দিয়ে করে থাকে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

আসুন, আমরা আমাদের নবীজী (সঃ) এর আমলের একটি অবস্থার ওপর আলোকপাত করি।

তিনজন বন্ধু ছিলেন যারা তাঁদের ইবাদতের প্রতি আন্তরিকভাবে নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং একটু বেশীই ইবাদত করতেন। প্রথম জন সারারাত বিরামহীন নামাজ পড়তেন। দ্বিতীয়জন সারাবছর রোজা রাখতেন। আর তৃতীয়জন ইবাদতে মনোযোগ দেবেন বলে সারা জীবন অবিবাহিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এই তিনজনই বিশ্বাস করতেন যে এই রকম কঠোর পথে নিজেদেরকে ইবাদতে নিমগ্ন রাখতে পারলে তাঁরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং রাসুলুল্লাহ (সঃ) র সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবেন। তবে আমাদের নবী রাসুলুল্লাহ (সঃ) যখন তাঁদের এই পরিকল্পনার কথা জানলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁদের নিকট গিয়ে বললেন,

أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

অর্থঃ আপনারাই কি সেই তিনজন যাঁরা "এই করবেন, সেই করবেন" বলেছেন? দেখেন, আপনাদের কাছে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নামে শপথ নিয়ে বলছি – আমি আপনাদের চেয়ে অনেক বেশী সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি অনুগত, তারপরেও আমি রোজা রাখি এবং রোজা ভঙ্গ করি, আমি নামাজ পড়ি এবং রাতের বেলায় ঘুমাই, এবং আমি বিবাহিত। আমার এইসব সুন্নাহগুলিকে যে অনুসরণ করে না, সে আমার অনুসারী নয়"। (ইমাম আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

সম্মানিত মুসলমানবৃন্দ,

খেয়াল করে দেখুন, আমাদের নবীজী নামজ পড়েও কিভাবে জীবনের স্বাভাবিক ভারসাম্য রাখা যায় তার প্রতি আহবান জানিয়েছেন। নবী করিম (সঃ) আমাদের শিখিয়েছেন যে, আমাদের চারপাশে যাঁরা থাকেন তাঁদের ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সব রকম অধিকার পরিপূর্ণ করে দিতে হয় এবং একই সংগে ইসলামী শিক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ আমাদের নিজেদের জীবনের সকল চাহিদাও মিটিয়ে ফেলতে হয়। ইসলাম ধর্ম কখনই আমাদেরকে মানুষ হিসাবে আমাদের যা যা প্রয়োজন তা যেমন সম্পূর্ণভাবে আমাদের জীবন থেকে বাদ দিতে বলে না তেমনি আমাদের চারপাশে যাঁরা থাকেন তাঁদের অধিকারকে অবহেলা করারও অনুমতি দেয় না।

আসলে, আমরা যদি গত জুম্মার খুতবার কথা মনে করি তাহলে দেখব ইসলামে ইবাদতের ধারণাটা বেশ **ব্যাপক** হিসাবে সেখানে আলোচনা করা হয়েছিল। এই ইবাদতের পরিধি এত ব্যাপক, সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, যে পরিবারের প্রয়োজনে যে কোন রকমের সেবামূলক কাজ বা কাজের প্রচেষ্টাকে ইবাদত বলে মনে করা হয়। এর কারণ আমরা যা কিছু মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য করা হয়, তা-ই ইবাদত বলে মনে করা হয়। অতএব, তোমার সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন কর। এবং তোমাদের অধীনে যারা আছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কর। যদি তা না কর তবে পরকালে তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে যেন সেই জ্ঞান দান করেন যাতে করে আমরা প্রতিদিনের জীবনে ভারসাম্য আনতে পারি। এবং আমাদেরকে যেন তিনি সেই শক্তি দান করেন যাতে করে আমরা তাঁর দায়িত্বশীল বান্দা হতে পারি এবং আমাদের সবটুকু ক্ষমতা দিয়ে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যগুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করে যেতে পারি। আমীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُركُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.